ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সম্পদে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জনসমাজ দীর্ঘদিন ধরে নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করে সংহত জীবন-যাপন করে এসেছে। দীর্ঘকালের সংহত সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এখানকার লোকসাহিত্য। নদী, অরণ্য এবং পর্বত — ভূপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্য এখানকার জনজীবনকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানকার লোকসাহিত্যের রূপ যেমন বিচিত্র তেমনি গভীর তার আবেদন। আধুনিকতার অভিঘাত এখানে এসেছে একটু দেরীতে। তার ফলে নিজের ঐতিহ্য-নির্ভর এই মৌখিক সাহিত্য দীর্ঘকাল এই সমাজে লালিত হয়েছে।

কিন্তু গত ২৫-৩০ বছরে এখানকার সমাজ ব্যবস্থার উপর আধুনিকতার অভিঘাত প্রবলতর হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আগমন, যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতি এবং গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে এই অঞ্চল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারছে না। এর ফলে উত্তরবঙ্গের সংহত সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে। যদিও এই এলাকা তার পুরানো লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য এখনো রক্ষা করে আছে, তবু তার ভেতরে ভেতরে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে আমরা উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ লোকনাট্যকে গবেষণা প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করি। লোকনাট্যগুলির মৌখিকরূপ সংগ্রহ করে নিতে আমাদের অনেক সময় লাগলো। এই সংগ্রহটা একটা দুরূহ কাজ। তার কারণ লোকনাটকগুলির কোনো লিখিতরূপ থাকে না। এগুলি মৌখিকরূপেই প্রচলিত। নাট্যদলের কাছে অভিনয়ের একটা 'থিম' থাকে। নাট্যমঞ্চে অভিনয় করার সময় এই থিমটিকে মনে রেখে অভিনেতারা প্রধানত তাৎক্ষণিক সংলাপের দ্বারাই এই অভিনয় করেন। গানগুলি মোটের উপর প্রচলিত থাকলেও অনেক সময় সাধারণ সংলাপও সুরারোপিত হয়ে গান হিসেবে পরিবেশিত হয়। এর ফলে একই বিষয় নিয়ে যে লোকনাটকের পরিবেশন হয়, বিভিন্ন জায়গায় তার রূপ স্বতন্ত্র হয়ে পড়তে পারে। এইসব কারণে লোকনাটকের নির্দিষ্ট রূপ থাকে না। আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যদলের সঙ্গে দীর্ঘদিন একটা যোগাযোগ রক্ষা করে লোকনাটকগুলিকে লিখিত আকারে সংগ্রহ করেছি। এখানে বলে রাখা দরকার এই সংগ্রহের মধ্যেও কিছু ফাঁক থেকে যাওয়া সম্ভব। কারণ নাট্য অভিনয়ের সময় এগুলিকে যথাযথরূপে সংগ্রহ করা যায়নি। তবুও যথাসম্ভব নাটকগুলির মূলানুগতরূপ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সংগৃহীত এই লোকনাটকগুলিকে নির্ভর করেই আমরা নাটকের উপস্থাপন রীতি, বিষয়-বিন্যাস, সঙ্গীতের প্রয়োগ, সমাজ-সম্পর্ক এবং তার ভাষারীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু নানা কারণে আমাদের আলোচনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। যে পরিমাণ সময় এ-কাজে দিতে পারলে প্রকল্পটিকে আরো সুন্দর করে তোলা যেত, প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যস্ততার মধ্যে তা দিয়ে উঠতে পারিনি। লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমাকে এই কাজে টেনে এনেছে। মা-র কোলে বসে এই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, যা আমার জীবন-বিকাশের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে — সেটাই আমার প্রেরণা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা সম্পন্ন করেছি। প্রথম থেকেই তাঁর উপদেশ, নির্দেশ এবং পরামর্শ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। তাঁর সাহচর্য, প্রশ্রয় এবং অফুরন্ত সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব হত না। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। আমার বন্ধু, চন্দননগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদয়শংকর বর্মা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই গবেষণার কাজে বিস্তর সুযোগ করে দিয়েছে আমার স্ত্রী পাঞ্চালী।

বহু নাট্যদল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সরল এবং আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। দোতরা, কুশান, বিষহরি, শাস্তরী, চোর-চুন্নী, পালাটিয়া, নটুয়া, রাজধারী, খন, রামবনবাস, গম্ভীরা এবং আরো অন্যান্য লোকনাটকের নাট্যদলের মূলগায়ক, দোয়ার, নর্তকী এবং বাজানদারদের কাছ থেকে লোকনাট্য বিষয়ে যতরকম সাহায্য পেয়েছি তার বর্ণনা অল্প কথায় সম্ভব নয়। এই সকল লোক-শিল্পীদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। কম্প্যুটার জোনের রতন শর্মা যত্নসহকারে এই অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

৪ এপ্রিল ২০০৭

অমলকান্তি রায়